অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : ওবদিয়

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : ওবদিয়

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

কিতাবের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, এটি হল একটি দর্শন শ্রেণীর কিতাব। এতে রয়েছে দর্শন সম্বন্ধীয় প্রত্যাদেশ যা আল্লাহ্ তাঁর নবী ওবদিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, এই নবী সম্পর্কে যে একটি মাত্র বিষয় জানা যায় তা হল তাঁর নাম। তাঁর নামটি পুরাতন নিয়মের যুগে বেশ প্রচলিত ছিল। এই নামের অর্থ হল "মাবুদ রক্ষাকারী"। ১ বাদশাহ্নামা ১৮:৩-১৬ আয়াতে (খ্রী.পূ. ৯ম শতাব্দী) উল্লিখিত বাদশাহ্ আহাবের রাজপরিবারের কর্মচারী ওবদিয়া এবং এই ওবদিয়া এক নন, কারণ কিতাবের বিষয়বস্তু পাঠ করে এটি প্রতীয়মান হয় যে, কিতাবটি জেরুশালেম নগরীর পতনের পর রচিত হয়েছিল (৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে; সময়কাল দেখুন)।

সময়কাল

যেহেতু কিতাবের ভূমিকায় বংশ-তালিকা সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করে নি তাই পাঠক গণ মূল কিতাব পড়ে কেবল নবীর কাজের প্রায় কাছাকাছি সময় অনুমান করতে পারেন। যে ইঙ্গিল পাওয়া যায় তাতে সর্ব প্রথম (খ্রী: পূ: ৮৫০ শতাব্দী) তারিখ থেকে সর্ব শেষ (খ্রী: পূ: ৪০০ শতাব্দীর) মধ্যে কিতাবটি লেখা হয়েছিল। যেহেতু কিতাবে অতীতের ঘটনা হিসাবে জেরুশালেমের পতনের ঘটনা (১১ আয়াত) এবং ভবিষ্যতের ঘটনা হিসাবে ইদোমের পতনের ঘটনার বিষয় উল্লেখ রয়েছে, তাই কিতাবটি সম্ভবত ৫৮৬ খ্রী: পূ: পরে (ব্যাবিলনের দ্বারা জেরুশালেমের ধ্বংস এবং ৫৫৩ খ্রী: পূ: আগে (ইদোমের বিরুদ্ধে ব্যাবিলনের সামরিক অভিযান) লেখা হয়ে থাকতে পারে। তাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য অবস্থা হল নির্বাসনের যখন প্রথম ভাগ ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয় তখন জেরুশালেমে এই কিতাবটি লেখা হয়েছিল।

বিষয়বস্তু

একদিকে ইদোম অন্যান্য জাতির সঙ্গে একত্রে মিলে আল্লাহ্ এবং তাঁর লোকদের সঙ্গে যে বিরোধিতা করেছিল এই দোষের প্রতিফল স্বরুপ আল্লাহ্র শাস্তি তাদের উপর নেমে এসেছিল। অপর দিকে আল্লাহ্র নিজের শরীয়তের লোকেরা যারা ইতোমধ্যে শাস্তি ভোগ করেছিল, তারা তাদের আল্লাহ্র কাছ থেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আল্লাহ্র রাজ্যের প্রতিজ্ঞা দিয়ে কিতাবটি শেষ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি

নবী ওবদিয় পুরাতন নিয়মের অন্যান্য কিতাবের অনেক সাদৃশ্যমূলক বিষয় উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে ইয়ারমিয়ার ইদোম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী (ইয়ার ৪৯:৭-২২)। মাতম ৪:২২ আয়াতে যা ঘোষিত হয়েছে ওবদিয়ার বাণীতে অপরিহার্য রূপে তা উচ্চারিত হয়েছে: সিয়োন পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে, কিন্তু ইদোমের জন্য রয়েছে দণ্ডাজ্ঞা।

যখন শত্রুরা আক্রমণ করেছিল এবং জেরুশালেমের উপরে গুলিবাট করেছিল (১১ আয়াত) তখন জেরুশালেমবাসীরা আল্লাহ্র শাস্তি ভোগ করেছিল (ওবদিয়া ১৬ আয়াত)। ইদোম ইয়াকুবের ভাই ইসের বংশধর এবং ইসরাইলের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। কাজেই ব্যাবিলনের কারণে ইসরাইল সঙ্কটাপন্ন হওয়ার সময় তাদের ভাইকে তাদের সাহায্য করা উচিত ছিল। এর পরিবর্তে তারা বিদেশী আক্রমণকারীদের পক্ষে গিয়েছিল এবং ইসরাইলের দুর্দশা ঘটাবার সুযোগ গ্রহণ করেছিল (আয়াত ১০-১৪)।

পবিত্র সিয়োন অপবিত্র হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহ্র লোকেরা জন সাধারণের লজ্জার কারণ হয়েছিল। ইদোম নিরাপদ বোধ করলেও ইসরাইলের ধ্বংস সাধনের জন্য সে অত্যন্ত ব্যাগ্র ছিল। সমস্ত পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য দেখে মনে হয় যেন ইদোম এবং বিদেশী জাতিগণ ইসরাইলকে দমন এবং ভবিষ্যতে তাদের শাসন করার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল। মাতম কিতাব বিস্তৃতভাবে বিষয়টি বর্ণনা করেছে, যেখানে নির্বাসনের দ্বারা ইসরাইলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মতাত্ত্বিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তাহলে ইসরাইলের কি কোন ভবিষ্যৎ আছে? সিয়োন কি চিরকাল অপবিত্রই থাকবে? ইব্রাহিমের বংশধরের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের দোয়া লাভের পরিকল্পনা কি তাহলে ব্যর্থ হবে? ইদোম এবং শত্রু পক্ষীয় জাতিরা কি বিজয়ের উৎসব করবে? আল্লাহ্ কি এই সব কিছুর প্রতি উদাসীন থাকবেন?

এই রকম নিরানন্দপূর্ণ পরিস্থিতিতে নবী ওবদিয় মাবুদের বাণী তবলিগ করেন। ওবদিয় কিতাবের প্রথমার্ধে (১-১৫ আয়াত) ইদোমকে একবচনে "তুমি" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী ইদোমের বিরুদ্ধে আসন্ন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন এবং উপযুক্ত সময় পেরিয়ে যাবার পূর্বে

এহুদা বিরোধী ও শত্রুতার মনোভাব থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন এবং মাবুদের দিনে সমস্ত জাতির উপরে (আয়াত ১৫) শাস্তি নেমে আসার আগে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। শাস্তির মান হবে কঠোর প্রতিফলনের ন্যায় বিচার (আয়াত ১৫)।

কিতাবটির দ্বিতীয়ার্ধে (১৬-২১ আয়াত) ১৬ আয়াতে জেরুশালেমের লোকদেরকে বহুবচনে "তুমি" হিসেবে বলা হয়েছে: "আমার পবিত্র পাহাড়ে তুমি . . . "। নবী এখানে আল্লাহ্‌র অবরুদ্ধ লোকদের ভবিষ্যতের মহা পরিবর্তনের শুভ সংবাদের মাধ্যমে আশা প্রদান করছেন। মাবুদের ভয়ঙ্কর দিনে শত্রুভাবাপন্ন জাতিরা আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করবে, কিন্তু যারা সিয়োনে আছে তারা রক্ষা পাবে এবং সিয়োন পবিত্র হবে (১৬-১৭ আয়াত)। সমস্ত ইসরাইল পুনর্মিলিত হবে এবং প্রতিজ্ঞাত দেশ তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সেই সাথে তারা ইদোমের উপরে বিজয় লাভ করবে (১৭-২০ আয়াত)। শেষ লাইনে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রকাশ পেয়েছে: সমস্ত দুনিয়ায় তাঁর রাজকীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে (২১ আয়াত)।

প্রধান বিষয়বস্তু

- আল্লাহ্‌র লোকদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতার কারণে শত্রুরা লজ্জিত হবে (আয়াত ১০)।
- প্রত্যেক অহঙ্কারী মানুষের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা অবশেষে আল্লাহ্‌ আসন্ন বিচারের সামনে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবেন (আয়াত ১-৯)।
- আল্লাহ্‌র প্রতিফলনমূলক বিচার কঠোর এবং নিরপেক্ষ হবে, মন্দ কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে (আয়াত ১৫)।
- পুনর্মিলিত ইসরাইল আল্লাহ্‌ প্রদত্ত মুক্তি ও স্বাধীনতা ভোগ করবে (আয়াত ১৬-১৭), প্রতিজ্ঞাত দেশের অধিকারী হবে এবং ইদোমের উপরে বিজয় লাভ করে তাদেরকে শাসন করবে (আয়াত ১৭-২১)।
- ভবিষ্যতে মাবুদ চূড়ান্তভাবে তাঁর রাজকীয় শাসন প্রকাশ করবেন (আয়াত ২১)।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি শত্রুতার আচরণ দেখাবার কারণে ওবদিয় ইদোমের উদ্দেশে দণ্ডাজ্ঞার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জেরুশালেমের উপর বিপর্যয় নেমে আসতে দেখে ইদোম খুব আনন্দিত হয়েছিল। অথচ জেরুশালেমের পতন ঘটেছিল তার অবিশ্বস্ততার জন্য এবং আল্লাহ্‌র দণ্ডাজ্ঞা নেমে আসার জন্য ইদোম ছিল আল্লাহ্‌র প্রধান লক্ষ্য। মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন এবং যারা তাঁর লোকদেরকে কষ্ট দেয় তাদেরকে তিনি শাস্তি দেন। অবশেষে বন্দীদশা থেকে জেরুশালেম মুক্ত হবে এবং এর দোয়া অ-ইহুদীদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করবে (আয়াত ১৯-২১)।

ওবদিয়া কিতাবের বিন্যাস

যদিও ওবদিয়া নবীর পরিচর্যার সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে, কিন্তু খুব সম্ভব এই কিতাবটি ৫৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের কাছে জেরুশালেমের পতনের কিছু কাল পরে রচিত হয়েছিল। নবী ওবদিয়া ইদোমকে দোষারোপ করেছেন, কারণ ব্যাবিলনের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর ইদোম এহুদাকে সাহায্য করার পরিবর্তে আক্রমণ করেছিল। ইতিহাস অনুসারে এই ইদোম ছিল হযরত ইয়াকুবের ভাই ইসের বংশধর।

প্রধান আয়াত: "কেননা সর্বজাতির উপরে মাবুদের দিন সন্নিকট; তুমি যেরকম করেছ, তোমার প্রতিও তেমনি করা যাবে, তোমার অপকারের ফল তোমারই মাথায় বর্তাবে" (১৫ আয়াত)।

প্রধান প্রধান লোক: ইদোমীয় লোকেরা

প্রধান প্রধান স্থান: ইদোম, জেরুশালেম

কিতাবটির রূপরেখা:

১) অহংকারী ইদোমকে নত করা (১-৪ আয়াত)
২) ইদোমের ধ্বংস (৫-৯ আয়াত)
৩) ইদোমের পতনের কারণগুলো (১০-১৪ আয়াত)
৪) ইদোমের শাস্তি (১৫,১৬ আয়াত)
৫) ইসরাইল ও এহুদার পুনস্থাপন (১৭-২১ আয়াত)

ইদোমের বিনাশ ও ইসরাইলের মঙ্গল

১ [১] ওবদিয়ের দর্শন।
সার্বভৌম মাবুদ ইদোমের বিষয়ে এই কথা
বলেন। আমরা মাবুদের কাছ থেকে বার্তা শুনেছি
এবং জাতিদের কাছে এক ফেরেশতা প্রেরিত
হয়েছে; তোমরা ওঠ, চল, আমরা তার বিপক্ষে
যুদ্ধ করার জন্য যাই। [২] দেখ, আমি তোমাকে
জাতিদের মধ্যে ক্ষুদ্র করেছি; তুমি নিতান্ত
অবজ্ঞার পাত্র। [৩] হে শৈলের ফাটলে বাসকারী,
হে উঁচু স্থান-নিবাসী, তোমার অন্তঃকরণের
অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা করেছে; তুমি মনে মনে
বলছো, কে আমাকে ভূমিতে নামাবে? [৪] তুমি
যদিও ঈগল পাখির মত উচ্চে আরোহণ কর,
যদিও তারাগুলোর মধ্যে তোমার বাসা স্থাপিত
হয়, তবুও আমি তোমাকে সেখান থেকে নামাব,
মাবুদ এই কথা বলেন।

[১:১] পয়দা ২৫:১৪; ইশা ১১:১৪; ৩৪:১১; ৬৩:১-৬; ইয়ার ৪৯:৭-২২; ইহি ২৫:১২-১৪; ৩২:২৯; আমোষ ১:১১-১২।
[১:২] শুমারী ২৪:১৮।
[১:৩] ইশা ১৬:৬।
[১:৪] ইশা ১০:১৪।
[১:৫] দ্বি:বি ৪:২৭; ২৪:২১; ইশা ২৪:১৩।
[১:৭] ইয়ার ৩০:১৪।
[১:৮] আইউ ৫:১২; ইশা ২৯:১৪।
[১:৯] পয়দা ৩৬:১১,

[৫] তোমার কাছে যদি চোরেরা আসে,
রাত্রিকালীন বিনাশকারীরা আসে– তুমি কেমন
উচ্ছিন্ন হবে!– তবে তারা কি কেবল
প্রয়োজনমত চুরি করবে? তোমার কাছে যদি
আঙ্গুর সংগ্রহকারীরা আসে, তারা কি কিছু ফল
অবশিষ্ট রাখবে না? [৬] ইসের সম্পত্তি কেমন
খোঁজ করা গেছে! তার গুপ্তধনের কেমন
অনুসন্ধান হয়েছে! [৭] যেসব লোক তোমার সঙ্গে
চুক্তি করেছে, তারা তোমাকে সীমা পর্যন্ত বিদায়
দিয়েছে; তোমার মিত্ররা তোমাকে প্রবঞ্চনা করে
পরাজিত করেছে; যারা তোমার খাদ্য খায়, তারা
তোমার নিচে ফাঁদ পাতে; না, ইদোমে কোন
বিবেচনাবোধ নেই।
[৮] মাবুদ বলেন, সেদিন আমি কি ইদোমের
জ্ঞানবানদের বিনষ্ট করবো না? ইসের পর্বত
থেকে কি বুদ্ধিমানদের দূর করবো না? [৯] হে

১-৪ এই অংশটির সাথে ইয়ার ৪৯:১৪-১৬ আয়াতের বর্ণনার মিল রয়েছে।

১ দর্শন। সাধারণত পুরাতন নিয়মে দর্শন শব্দটির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা প্রত্যাদেশ বোঝানো হয়ে থাকে (মেসাল ২৯:১৮; ইশা ১:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। ওবদিয়ের। দেখুন ভূমিকা: রচয়িতা। *আমরা।* হতে পারে (১) কিতাবটি যারা সম্পাদনা করেছেন তারা নিজেদের কথা বোঝাতে "আমরা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন; (২) নবী এখানে ইসরাইল জাতিকে তাঁর নিজের নামের সাথে উল্লেখ করছেন; কিংবা (৩) ইদোমের বিরুদ্ধে অন্যান্য নবীদের ঘোষণার কথা এখানে বলা হচ্ছে। যেটাই হোক না কেন, আয়াতের বাকি অংশ নবী ওবদিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণার জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করেছে, যা শুরু হয়েছে ২ আয়াত থেকে। *বার্তা।* কিংবা বলা যায় "প্রতিবেদন"। জাতিগণের কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে, যেখানে ইদোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে। সম্ভবত ইদোমের কিছু কিছু মিত্রের মধ্যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র চলছিল (আয়াত ৭ দেখুন)। যদিও ইদোম নিজেকে নিরাপদ বলে মনে করেছিল (পর্বতের উপরে নির্মিত তার প্রাসাদ দুর্গ এবং বিরাট সৈন্য বাহিনীর কারণে, আয়াত ২-৪, ৮-৯ দেখুন), তথাপি নবী ওবদিয় ইসরাইল জাতির প্রতি ইদোমের শত্রুতা প্রকাশের কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিচার ঘোষণা করেছেন।

২ আমি তোমাকে ... ক্ষুদ্র করেছি। এর সাথে তুলনা করুন প্রচলিত প্রবাদ "কেটে সমান করা"।

৩ তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার। দেখুন আয়াত ১২; ইয়ার ৪৯:১৬ আয়াত ও নোট। *শৈল।* সেলা ছিল ইদোমের রাজধানী। ইদোমের অন্তর্গত পেট্রা নামক একটি স্থান মৃত সাগরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে আরও ৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এই সেলা এবং পেট্রা দুটো নামই হিব্রু ভাষায় অর্থ "শৈল" বা "পাথর"। কাজেই এখানে শৈল শব্দটি উল্লেখ করার মাধ্যমে এই দুটো স্থানের যে কোন একটি বোঝানো হতে পারে (ইশা ১৬:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪ ঈগল পাখি। অহঙ্কারী ও রাজকীয় এক পাখি, যা শক্তিমত্তা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অনেক উঁচুতে উড়তে পারার কারণে বিখ্যাত (দেখুন দ্বি.বি. ২৮:৪৯; ইশা ৪০:৩১; ইয়ার ৪:১৩; ৪৯:২২; ইহি ১৭:৩ আয়াত)। *তারাগুলো।* এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে পর্বতের উপরে এমন উঁচু ও দুর্গম স্থান যেখানে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

৫-৬ এই অংশটি ইয়ার ৪৯:৯-১০ আয়াতের সমান্তরাল।

৫ তারা কি কিছু ফল অবশিষ্ট রাখবে না? দেখুন ইয়ার ৪৯:৯ আয়াত ও নোট।

৬ গুপ্তধন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস সিকুলাস বলেছেন যে, ইদোমীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে তাদের সংগৃহীত সমস্ত সম্পদ পাথরের নিচে তৈরি করা সিন্দুকে লুকিয়ে রাখত।

৭ যারা তোমার অন্ন ভোজন করে। দেখুন জবুর ৪১:৯ আয়াত ও নোট। *তোমার নিচে ফাঁদ পাতে।* তবে এই অংশের হিব্রু অনুবাদ থেকে ধারণা করা হয় এখানে এমন কোন ব্যক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা বোঝানো হয়েছে, যার সাথে আগে চমৎকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।

৮ সেদিন। ইদোমের ধ্বংস সাধনের দিন; কিন্তু এই কথাগুলোর মধ্যে এস্ক্যাটোলজি (eschatology) অর্থাৎ ভবিষ্যতে যা হবে এই মতবাদের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় (আয়াত ১৫ ও নোট দেখুন)। যেহেতু পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইদোম নামটি দিয়ে অনেক সময় আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাজ্যের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন সমস্ত জাতিদের প্রতীক হিসেবে বোঝানো হয়ে থাকে, সেহেতু তার বিচার সম্পন্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে দুনিয়া থেকে আল্লাহ্‌র সমস্ত দুশমনদের নিশ্চিহ্ন করা। তার বিচার আমাদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ্‌ তাঁর নিরূপিত দিনে সমস্ত বিরোধিতাকারীদেরকে নিঃশেষে বিনষ্ট করবেন (আমোস ৯:১২ আযাত ও নোট দেখুন)। *জ্ঞানবান।* যাদের বুদ্ধি ও পরামর্শের উপরে ইদোম তার সুরক্ষার ব্যাপারে নির্ভর করতো (ইয়ার ৪৯:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। কোন কোন অনুবাদে ইলীফস নামটি উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি হযরত আইউবের তিন বন্ধুর মধ্যে এক জন ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন তৈমনীয় (আয়াত ৯ ও নোট দেখুন)। *ইসের পর্বত।* ইস হচ্ছে ইদোমের আরেক নাম (দেখুন পয়দা ৩৬:১ আয়াত ও নোট)।

তৈমন, তোমার বীরেরা ভীষণ ভয় পাবে, যেন ইসের পর্বত থেকে নরহত্যায় সকল মানুষ উচ্ছিন্ন হয়।

ইদোমের দোষ

১০ তোমার ভাই ইয়াকুবের প্রতি কৃত
দৌরাত্ম্যের জন্য তুমি লজ্জায় আচ্ছন্ন ও
চিরকালের জন্য উচ্ছিন্ন হবে। ১১ যেদিন তুমি
অন্য পক্ষে দাঁড়িয়েছিলে, যেদিন বিদেশীরা তার
সম্পত্তি হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল ও বিজাতিরা
তার তোরণদ্বারে প্রবেশ করেছিল এবং
জেরুশালেমের উপরে গুলিবাঁট করেছিল, সেদিন
তুমিও তাদের একজনের মত ছিলে। ১২ কিন্তু
তোমার ভাইয়ের দুর্দিনে, তার বিষম দুর্দশার
দিনে, তার দিকে তুচ্ছদৃষ্টি করো না; এহুদার
সন্তানদের বিনাশের দিনে তাদের বিষয়ে আনন্দ
করো না এবং সঙ্কটের দিনে অহংকারের কথা
বলো না। ১৩ আমার লোকদের দুর্যোগের দিনে
তাদের তোরণদ্বারে প্রবেশ করো না; তুমি তাদের
দুর্যোগের দিনে তাদের অমঙ্গলের দিকে দৃষ্টি
দিয়ো না এবং তাদের দুর্যোগের দিনে তাদের
সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করো না। ১৪ আর তাদের
পলাতকদের খুন করার জন্য পথের সংযোগ
স্থানে দাঁড়াবে না; এবং সঙ্কটের দিনে তাদের
রক্ষা পাওয়া লোকদের দুশমনদের হাতে তুলে
দিও না।

১৫ কেননা সর্বজাতির উপরে মাবুদের দিন
সন্নিকট; তুমি যেরকম করেছ, তোমার প্রতিও
তেমনি করা যাবে, তোমার অপকারের ফল
তোমারই মাথায় বর্তাবে। ১৬ কেননা আমার
পবিত্র পর্বতে তোমরা যেভাবে পান করেছ,
তেমনি সমস্ত জাতি অনবরত পান করবে, পান
করতে করতে গিলবে, পরে তারা এমন হবে যে,
তাদের কখনও কোন অস্তিত্ব ছিল না।

ইসরাইলের শেষ বিজয়

১৭ কিন্তু সিয়োন পর্বতে রক্ষা পাওয়া লোকেরা
থাকবে, আর তা পবিত্র হবে এবং ইয়াকুবের
কুল নিজেদের অধিকারের অধিকারী হবে।
১৮ আর ইয়াকুবের কুল আগুন ও ইউসুফের কুল
শিখা, আর ইসের কুল নাড়াস্বরূপ হবে; সেই
আগুন তাদের গ্রাস করবে; তাতে ইসের কুলে
রক্ষা পাওয়া কোন লোক থাকবে না, কারণ
মাবুদ এই কথা বলেছেন।

৩৪।
[১:১০] যোয়েল ৩:১৯।
[১:১১] আইউ ৬:২৭; ইহি ২৪:৬।
[১:১২] মেসাল ২৪:১৭।
[১:১৩] ইহি ৩৫:৫।
[১:১৪] ১বাদশা ১৮:৪।
[১:১৫] ইয়ার ৪৬:১০; ইহি ৩০:৩; যোয়েল ২:৩১; আমোষ ৫:১৮।
[১:১৬] হিজ ১৫:১৭।
[১:১৭] জবুর ৬৯:৩৫; ইশা ১৪:১-২; যোয়েল ২:৩২; আমোষ ৯:১১-১৫।
[১:১৮] ইশা ১:৩১; জাকা ১২:৬; ইয়ার ৪৯:১০।

৯ তৈমন। এই নামের মধ্য দিয়ে সমগ্র ইদোমকে বোঝানো হয়েছে, যেমনটা ইয়ার ৪৯:৭, ২০ আয়াতে দেখা যায় (ইয়ার ৪৯:৭; আমোস ১:১২ আয়াতের নোট দেখুন)। তৈমন নামটির অর্থ "দক্ষিণ," এবং এই নামটির মাধ্যমে সম্ভবত ইদোমকে দক্ষিণের একটি দেশ বোঝানো হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন এই তৈমন হচ্ছে তাওইলান, যা পেট্রা থেকে তিন মাইল পূব দিকে অবস্থিত।

১০ তোমার ভাই ইয়াকুব। ইদোমের সমস্ত গুনাহ্ ও অপরাধ ছিল একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য, কারণ সে নিজের ভাইয়ের সাথে, ইয়াকুবের জাতি ইসরাইলের সাথে অন্যায় আচরণ করেছে। *তুমি লজ্জায় আচ্ছন্ন।* এই অভিব্যক্তিটি বেশ অবাক হওয়ার মত, কারণ লজ্জা সাধারণত উলঙ্গতার কারণে প্রকাশ পায়।

১১ দেখুন ভূমিকা: সময়কাল ও রচনার স্থান। *বিদেশীরা .... বিজাতিরা।* এই শব্দগুলো ইদোমের গুনাহ্কে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে: সে তার ইসরাইলের সাথে প্রকৃত ভাইয়ের মত আচরণ করে নি (আয়াত ১২), বরং বিদেশীদের মত ও বিজাতীয়দের মত আচরণ করেছে। *জেরুশালেমের উপরে গুলিবাঁট করেছিল।* দেখুন ইহি ২৪:৬ আয়াত ও নোট।

১২-১৪ এখানে ইদোমের শত্রুভাবাপন্ন আচরণের জন্য বিশেষভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। দেখুন জবুর ১৩৭:৭; ইহি ৩৫:১৩ আয়াত, যেখানে এহুদার দুর্দশার সময় ইদোমের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় (এর সাথে দেখুন জবুর ১৩৭:৭ আয়াতের নোট)।

১২ সঙ্কটের দিনে অহংকারের কথা বলো না। দেখুন আয়াত ৩; ইয়ার ৪৯:১৬ আয়াত ও নোট।

১৫ সর্বজাতির উপরে মাবুদের দিন সন্নিকট। যদি "সেদিন" লোকদের উপরে আল্লাহ্র ক্রোধের সামান্য আভা এসে পড়ে থাকে (আয়াত ৮), তাহলে মাবুদের এই দিনে সেই আভা হয়ে উঠবে প্রলয়ঙ্কারী সৌর রশ্মি। মাবুদের দিন সমস্ত জাতিদের উপরেই আল্লাহ্র বিচার সম্পন্ন করবে (যাদের মধ্যে ইদোমও থাকবে) এবং ইয়াকুবের কুলের লোকেরা সেদিন উদ্ধার পাবে (দেখুন আয়াত ১৭; যোয়েল ১:১৫; আমোস ৫:১৮ আয়াত ও নোট)। *তোমারই মাথায় বর্তাবে।* আল্লাহ্র লোকদের বিরুদ্ধে ইদোমের শত্রুতার কারণে ইদোমের ভাগ্য আজ সম্পূর্ণ বিপরীত হবে, যা ১১-১৪ আয়াতের আলোকে তুলনা করা যেতে পারে। নবী ইহিস্কেল যেভাবে ইদোমকে তিরস্কার ও তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন (অধ্যায় ৩৫) তা অনেক ক্ষেত্রে যেমন কুকুর তেমন মুণ্ডড় নীতি অনুসরণ করেছে (আরও দেখুন মেসাল ২৬:২৭; ইহি ১৬:৪৩ আয়াত)।

১৬ তোমরা যেভাবে পান করেছ। যেভাবে ইদোমীয়রা পবিত্র পর্বতে আক্রমণ করে তা কলুষিত করেছে, সেভাবে অন্যান্য জাতিরাও ইদোমের মত একই পানীয়ের পাত্রে চুমুক দিয়ে নিজেদেরকে কলুষিত করেছে। তারা সকলেই আল্লাহ্র গজবের তিক্ত পাত্রে চুমুক দিয়েছে, যা তারা একবার পান করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং বার বারই তা থেকে পান করেছে। আরও দেখুন ইয়ার ২৫:১৫-১৬; ৪৯:১২ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৭ কিন্তু সিয়োন পর্বতে রক্ষা পাওয়া লোকেরা থাকবে। এই আয়াত থেকে শুরু হয়েছে ইয়াকুবের কুলের লোকদের প্রতি দোয়া ও রহমতের বর্ণনা। এখানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে: আল্লাহ্র দুশমনদের উপরে তাঁর শাস্তি এবং আল্লাহ্র লোকদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। *নিজেদের অধিকার।* আল্লাহ্ তাদেরকে যে দেশ দান করার জন্য ওয়াদা করেছিলেন (দেখুন ইয়ার ৩:১৯; ১২:৭ আয়াত ও নোট)।

১৮ ইয়াকুব ... ইউসুফ। এর আগে বলা হয়েছিল যে, মাবুদ আল্লাহ্ অন্য জাতিদেরকে ব্যবহার করে ইদোমকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন (আয়াত ৭); কিন্তু এখন বলা হচ্ছে আল্লাহ্র লোকেরাই এই কাজটি করবে। *রক্ষা পাওয়া কোন লোক থাকবে না।*

১৯ তখন দক্ষিণের লোকেরা ইসের পর্বত ও নিম্নভূমির লোকেরা ফিলিস্তিনীদের দেশ অধিকার করবে; আর লোকেরা আফরাহীম ও সামেরিয়ার ভূমি অধিকার করবে; এবং বিন্‌ইয়ামীন গিলিয়দকে অধিকার করবে। ২০ আর বনি-ইসরাইলদের নির্বাসিত সৈন্য সারিফৎ পর্যন্ত কেনানীয়দের দেশ অধিকার করবে এবং জেরুশালেমের যে নির্বাসিত লোকেরা সফারদে আছে তারা দক্ষিণের নগরগুলো অধিকার করবে। ২১ আর ইসের পর্বতের বিচার করার জন্য শাসনকর্তারা সিয়োন পর্বতে উঠবে; এবং রাজ্য মাবুদের হবে।

[১:১৯] ইশা ১১:১৪।
[১:২০] ১বাদশা ১৭:৯-১০; লূক ৪:২৬।
[১:২১] দ্বি:বি ২৮:২৯; কাজী ৩:৯।

ইসের প্রতি শেষ কথা হচ্ছে, তার গৃহ (তথা তার জাতি) সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে; সেখানে কোন ইদোমীয় রক্ষা পাওয়া লোক থাকবে না। তথাপি প্রেরিত ১৫:১৭ আয়াতের সাথে আমোস ৯:১২ আয়াতের তুলনা করুন এবং আমোস ৯:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯ লোকেরা ... অধিকার করবে। ইদোম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কারণে অন্যরা ইদোমের ভূখণ্ড অধিকার করে নেবে। যদিও এখানে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয় নি, তথাপি সম্ভবত এর পরে লাইনটিতে ইসরাইলের অবশিষ্টাংশদের কথা বলা হয়েছে। *দক্ষিণের লোকেরা।* অর্থাৎ নেগেভের লোকেরা। দেখুন পয়দা ১২:৯ আয়াত ও নোট। *নিম্নভূমির লোকেরা।* অর্থাৎ পর্বতের পাদদেশের লোকেরা; দেখুন মিকাহ্ ১:১০-১৫ আয়াত ও নোট। *ফিলিস্তিনীদের দেশ।* দেখুন পয়দা ১০:১৪ আয়াত ও নোট। *গিলিয়দ।* পয়দা ৩১:২১; সোলায়মান ৪:১ আয়াত দেখুন।

২০ সারিফৎ। দেখুন ১ বাদশাহ্ ১৭:৯ আয়াত ও নোট। *সফারদ।* সাধারণত এর মধ্য দিয়ে এশিয়া মাইনরের সার্দি নগরটিকে বোঝানো হয়ে থাকে, যা বর্তমানে তুরস্ক হিসেবে পরিচিত। অবশ্য অনেকে মনে করেন এটি হচ্ছে স্পার্টা, যা গ্রীসের অন্যতম একটি নগরী।

হযরত ওবদিয়

হযরত ওবদিয় সম্ভবত ৮৫৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে এহুদাতে নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	এহুদার জন্য ইদোম প্রতিনিয়ত একটি কাঁটা হিসেবে ছিল। ইদোমীয়রা তাদের শত্রুদের দ্বারা সংঘটিত আক্রমণগুলোতে প্রায়ই অংশগ্রহণ করত।
মূল বার্তা	আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি ইদোমের মন্দ কাজের জন্য আল্লাহ্ তাদের বিচার করবেন।
বার্তার গুরুত্ব	যেভাবে ইদোম একটি জাতি হিসেবে ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন হয়েছিল, সেভাবে আল্লাহ্ অহংকারী এবং মন্দ লোকদের ধ্বংস করবেন।
সমসাময়িক নবীগণ	ইলিয়াস (৮৭৫-৮৪৮ খ্রীঃপূঃ), মিকাহ্ (৮৬৫-৮৫৩ খ্রীঃপূঃ), যেহু (৮৫৩ খ্রীঃপূঃ)

ইসরাইলের সাথে ইদোমের দ্বন্দের ইতিহাস

ইসরাইল জাতি হচ্ছে ইয়াকুবের বংশধর; ইদোম জাতি হচ্ছে ইসের বংশধর।	পয়দা ২৫:২৩
ইয়াকুব এবং ইস্ তাদের মায়ের গর্ভে লড়াই করেছিলেন।	পয়দা ২৫:১৯-২৬
ইস্ ইয়াকুবের কাছে তার জন্ম অধিকার এবং দোয়া বিক্রি করে দিয়েছিলেন।	পয়দা ২৫:২৯-৩৪
ইদোম ইসরাইলীয়দেরকে তার ভূমির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে বাধা দিয়েছিল।	শুমারী ২০:১৪-২২
ইদোমের সাথে ইসরাইলীয় বাদশাহ্‌দের প্রতিনিয়ত দ্বন্দ লেগে থাকত: ♦ তালুত ♦ দাউদ ♦ সোলায়মান ♦ যিহোরাম ♦ আহস	১শামু ১৪:৪৭ ২শামু ৮:১৩,১৪ ১বাদশা ১১:১৪-২২ ২বাদশা ৮:২০-২২ ২খান্দান ২১:৮ ২খান্দান ২৮:১৬
জেরুশালেমকে ধ্বংস করতে ইদোম ব্যাবিলনকে আহ্বান জানিয়েছিল।	জবুর ১৩৭:৭